# Bengali Honours

## Semister – II

## 202-BNGH-C-4

## বাংলা ছন্দ

'ছন্দ' নিয়ে আজ দ্বিতীয় ক্লাস। পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম — ছন্দের সাধারণ পরিচয়, ছন্দের পরিভাষা 'দল' ও 'মাত্রা' নিয়ে। আজ ছন্দের আরও কয়েকটি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

## যতি বা ছন্দযতি বা ভাব যতি

আমরা কবিতা পড়া বা আবৃত্তি করার সময় গদ্যের মতো অর্থগত স্পষ্টতার উদ্দেশে পড়ি না। গদ্যে লেখা কোনও কিছু পড়ার সময় বিভিন্ন ছেদ-যতি (Punctuation) মেনে পড়া আবশ্যক — তাতে বক্তব্য স্পষ্ট হয়। যেমন —

ক) পৃথিবী টাকার বস।
খ) এখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না, দিলে জরিমানা হবে।

এই বাক্য দুটিকে ভিন্ন ভাবে পড়া যায় —

ক) পৃথিবীটা কার বস ?
খ) এখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে, না দিলে জরিমানা হবে।

অর্থাৎ গদ্যে ছেদ-যতি বিরতি মেনে না পড়লে অর্থের বা বক্তব্যে বিভ্রান্তি আসতে পারে বা বিভ্রান্তি ঘটে। পদ্য বা কবিতা আবৃত্তির সময় গদ্যের অর্থ সুষমার সঙ্গে শ্রুতি সৌন্দর্‍্যেরর কথাটিও গুরুত্ব দিতে হয়। কীভাবে বিরতি নিয়ে আবৃত্তি করলে কবিতাটি শুনতে ভালো লাগবে বা শ্রুতি মাধুর্‍্যা সৃষ্টি হবে তাই 'যতি'।

আমরা বলতে পারি, কবিতা পাঠে বা আবৃত্তির সময় ছন্দ তরঙ্গ সৃষ্টিতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধ্বনিপ্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি ঘটে, তাকে বলে 'যতি' বা 'ছন্দ যতি'।

যেমন — 'কৃষ্ণকলি / আমি তারেই / বলি
কালো তারে / বলে গাঁয়ের / লোক ⊥
মেঘলা দিনে / দেখেছিলেম / মাঠে
কালো মেয়ের / কালো হরিণ / চোখ।।'

**যতির শ্রেণিবিভাগঃ**

ক) হ্রস্ব যতি
খ) পূর্ণ যতি।

**হ্রস্ব যতিঃ** কবিতা পাঠকালে শ্রুতি সৌন্দর্‍্যখ সৃষ্টির উদ্দেশে ব্যবহৃত স্বল্প সময়ের বিরতিকে 'হ্রস্ব যতি' বলে। 'হ্রস্ব যতি'র চিহ্ন — একটি লম্বা দাঁড়ি ( । )।

**পূর্ণ যতিঃ** ‘চরণে’র শেষে অর্থের পূর্ণতা ও ভাবের বিরামের সঙ্গো সঙ্গো যে যতি ব্যবহৃত হয় তাকে ‘পূর্ণ যতি’ বলে। ‘পূর্ণ যতি’র চিহ্ন এক জোড়া দাঁড়ি (||)।

**যতিলোপঃ** শ্রুতি সৌন্দর্্যক সৃষ্টির উদ্দেশে ব্যবহৃত বিরতি যদি দুটি শব্দের মধ্যে না নিয়ে শব্দের মধ্যে ঘটে, সেরূপ লুপ্ত বিরিতকে ‘যতি লোপ’ বলে। এই যতি সনাক্তকরণ — শব্দের মধ্যে সুরের প্রাবাল্য ক্ষীণ হয়ে পুনরায় দীর্ঘ বা শ্বাসের আঘাত দিয়ে উচ্চ প্রাবাল্য থেকে নির্দেশিত হয়। ‘যতিলোপ’কে উপর-নিচে তিনটি বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন —

আলতা নুড়ি / গাছের গুড়ি ⊥

জোড় পুতু :লের বিয়ে।

## ছেদ বা অর্থযতি

কবিতা আবৃত্তির সময়ে বিরতি ব্যবহার করা হয়। এই বিরতির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে — শুনতে ভালো লাগার জন্য বিরতি এবং অর্থ নির্দেশ করার জন্য বিরতি দুটো একই সঙ্গো ঘটে। অর্থ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত বিরতিতে চিহ্নেরও সাদৃশ্য আছে। ‘যতি’র পূর্ণ বিরতি এবং অর্থ স্পষ্টতার পূর্ণ বিরতি — উভয়েরই চিহ্ন দুটি শ্লাস বা দুই দাড়ি (//)। তবে অর্থ বিরতি বোঝানোর জন্য আরেক প্রকার বিরতি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে — অর্ধ বিরতি। অর্ধ বিরতির চিহ্ন — উল্টানো ইংরেজি ‘টি’ বর্ণের মতো (⊥)।

আমরা বলতে পারি, আবৃত্তির সময় কবিতার ভাবের বা অর্থের দ্যোতনা নির্দেশ করতে বিরতি ব্যবহার করা হয় — এই বিরতিকে ‘ছেদ’ বা ‘অর্থযতি’ বলে।

কবিতা আবৃত্তির সময় চরণের শুরু থেকে প্রথম অপূর্ণ ছেদ-কে বলে ‘অর্ধছেদ’ এবং অর্থের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে সেখানে হয় ‘পূর্ণ ছেদ’। অর্থাৎ ‘ছেদ’ দুই প্রকার —

ক) অর্ধ ছেদ

খ) পূর্ণ ছেদ।

**‘ছেদ’ বা ‘অর্থযতি’র চিহ্ন**—

ক) অর্ধ ছেদ - / (উল্টানো ইংরেজি ‘T’ বর্ণ)

খ) পূর্ণ ছেদ - // (দুই দাঁড়ি)।

যেমন —

কবিতা — ‘তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে’

আবৃত্তি — ‘তুমি আমায় / ডেকেছিলে / ছুটির নিমন্ / ত্রনে //

## পর্ব (Measure / Bar)

কবিতা আবৃত্তি বা পাঠ নিয়ে উপরে যে দুটি পরিভাষার (যতি ও ছেদ) নিয়ে আলোচনা করলাম, তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 'পর্ব'।

কবিতায় পঙক্তির সূচনা থেকে প্রথম 'হ্রস্ব যতি' (শ্রুতি সৌন্দর্য্যে র জন্য বিরতি) বা দুটি 'হ্রস্ব যতি'র মধ্যস্থলের ধ্বনিপ্রবাহের দৈর্ঘ্যকে 'পর্ব' বলে। যেমন —

'সুখের লাগিয়া / এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া / গেল ⊥

অমিয়া সাগরে / সিনান করিতে / সকলি গরল / ভেল।।'

প্রসঙ্গাত প্রতিটি পর্বের উচ্চারণকালে কন্ঠস্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। স্বরের এই হ্রাস-বৃদ্ধিকে বলে 'পর্বাঙ্গ'।

পর্বাঙ্গকে দুটি লম্ব বিন্দু ( **:**) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তবে পর্বাঙ্গের অবস্থানের অস্পষ্টতার জন্য ছন্দলিপি প্রস্তুতিতে সাধারণত পর্বাঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হয় না। পর্বাঙ্গের প্রয়োগ —

'সুখের**:** লাগিয়া / এ ঘর **:** বাঁধিনু / অনলে **:** পুড়িয়া / গেল ⊥

অমিয়া **:** সাগরে / সিনান **:** করিতে / সকলি **:** গরল / ভেল।।'

### পর্বের শ্রেণিবিভাগঃ

অবস্থান ও মাত্রা অনুসারে পর্ব তিন শ্রেণির —

ক) অতিপর্ব, খ) পূর্ণ পর্ব এবং গ) অপূর্ণ পর্ব।

**ক) অতি পর্বঃ** চরণের আদিতে অতিরিক্ত বা স্বতন্ত্র যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ দেখা যায়, যা পর্বের গতিবেগ সঞ্চারিত করে তাকে 'অতিপর্ব' বলে। অতি পর্বের মাত্রা দৈর্ঘ্য চার (৪) মাত্রার কম হয়।

**খ) পূর্ণ পর্বঃ** দুটি বা তিনটি পর্বাঙ্গে গঠিত এবং দুটি হ্রস্বযতির মধ্যবর্তী অংশকে বলে 'পূর্ণপর্ব'। পূর্ণ পর্বের মাত্রা দৈর্ঘ্য চার (৪) মাত্রা বা তার বেশি হয়।

**গ) অপূর্ণ পর্বঃ** পঙক্তির শেষ হ্রস্ব যতি থেকে সমাপ্তি পর্য্যসন্ত পর্ব যদি পূর্ণপদী না হয়, তবে সে'রূপ পর্বকে 'অপূর্ণ পর্ব' বলে। অপূর্ণ পর্বের মাত্রা দৈর্ঘ্য চার (৪) মাত্রার কম হয়।

দৃষ্টান্তঃ

<u>অতি পর্ব</u> <u>পূর্ণ পর্ব</u> <u>পূর্ণ পর্ব</u> <u>পূর্ণ পর্ব</u> <u>অপূর্ণ পর্ব</u>

ওই / সিন্ধুর টিপ / সিংহল দ্বীপ / কাঞ্চনময় / দেশ

ওই / চন্দন যার / অঙ্গের বাস / তাম্বুল বন / কেশ।

### ছেদ ও যতি-র গুরুত্বঃ

ছান্দসিক প্রবোধ চন্দ্র সেনের মতে 'ছেদ' ও 'যতি' অভিন্ন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'ছেদ' বলতে 'ভাবযতি' এবং 'যতি' বলতে 'ছন্দ যতি'কে বুঝিয়েছেন। কবিতায় 'ছেদ' বিরতি দ্বারা অর্থের বোধ এবং 'যতি'র দ্বারা শ্রুতি সৌন্দর্য্যেদর বোধ জাগে। ফলত দুটি বিরতি-ই কবিতা আবৃত্তির অপরিহার্য্যয় উপাদান।